॥ ভারতীয় তালপদ্ধতি ॥

প্রাচীনকালে ভারতীয় সঙ্গীতে একটি মাত্রা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে সঙ্গীতের ন্যায় তালের ক্ষেত্রেও উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় এই দুইটি পৃথক পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় তালপদ্ধতি বলিতে এই দুইটি পদ্ধতিকে বুঝায়। যথা [১] **উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্তানী তাল পদ্ধতি** ও [২] **দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটী তালপদ্ধতি। এই** দুই পদ্ধতির মধ্যে একটি হইতে অপরটি সম্পূর্ণভাবে পৃথক। নিম্নে উভয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হইল।

॥ *উত্তরভারতীয় বা হিন্দুস্তানী তালপদ্ধতি* ॥

হিন্দুস্তানী তালপদ্ধতি অন্যান্য তালপদ্ধতি অপেক্ষা একটু জটিল প্রকৃতির। এই পদ্ধতিতে তালের সংখ্যা যে কত সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা এখনও সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট অসংখ্য তালের পরিচয় এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। অনেক তাল একই মাত্রাবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের চলন ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন—ঝাঁপতাল ও সুলতাল দুইটিই দশমাত্রা-বিশিষ্ট তাল হইলেও ইহাদের মাত্রা-বিভাগ ও তালি-খালির সহিত ইহাদের কোন মিল নাই। আড়াচৌতাল, ঝুমরা, ধামার, দীপচন্দী প্রভৃতি তালের মাত্রাসংখ্যা চৌদ্দ, কিন্তু ইহাদের বোল রচনা, মাত্রা-বিভাগ, তালি-খালি চলন প্রভৃতির অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। আবার একতাল ও চৌতাল একই মাত্রাবিশিষ্ট, একই বিভাগযুক্ত এবং তালি-খালি এক হওয়া সত্ত্বেও একতাল বাজান হয় বিলম্বিত খেয়াল ও খেয়ালাঙ্গ গীতের সহিত ও চৌতাল বাজান হয় ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গ গীতের সহিত। কোন অবস্থাতেই একতালের স্থানে চৌতাল ও চৌতালের স্থানে একতাল প্রয়োগ করা যায় না। কারণ হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে প্রতিটি তালের ঠেকা এক একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা।

প্রতিটি তালের জন্য পৃথক পৃথক বোল রচনা করা হইয়াছে। তালের মাত্রা সমষ্টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া গতি-সঞ্চারের জন্য তালি-খালির স্থান নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতে সকল প্রকার গীতের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তালের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই কারণেই মনে হয় হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে তালের সংখ্যা এতো বেশী।

এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দুস্তানী তালপদ্ধতিতে জটিলতা অনেক বেশী। ভালোভাবে তালগুলি আয়ত্ত না করিতে পারিলে এবং সকল তালের পরিচয় ও

IND CamScanner App

প্রকৃতি জানা না থাকিলে যথাযথ প্রয়োগ করা যায় না। বিজ্ঞানসম্মতভাবে বা কোনো সঠিক নিয়ম শৃঙ্খলার ভিত্তিতে এই তালপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই পদ্ধতি অধিক জটিলতাপূর্ণ। মাত্রাবিভাগ ও তালি-খালির ক্ষেত্রেও কোনো নির্দিষ্ট রীতি মানা হয় নাই, যাহা দ্বারা তালি-খালির অবস্থানটি সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। এই কারণেই তালি-খালির স্থান লইয়াও অনেক মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক তালে এমন স্থানে তালি-খালি দেখান হইয়াছে যে, যাহাকে নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায়।

উত্তরভারতীয় বা হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে দুই প্রকার তাললিপি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যথা—**ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি ও বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতি**। উভয় পদ্ধতির মধ্যে বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইলেও সমগ্র উত্তরভারতে তথা হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি সমধিক প্রচলিত হইয়াছে। কারণ ভাতখণ্ডে পদ্ধতি অধিকতর সহজ ও সরল এবং ইহাতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায় উহা অধিক জটিল। সেইকারণে উভয় পদ্ধতির মধ্যে ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

।। ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপির পরস্পর তুলনা ।।

ভাতখণ্ডে তাললিপি পদ্ধতি	বিষ্ণুদিগম্বর তাললিপি পদ্ধতি
[১] প্রতিটি বর্ণ একমাত্রা—ধা ধি না	[১] প্রতিটি বর্ণ একমাত্রা—ধ্রা ধ্রি ন্রা
[২] প্রতিটি বর্ণ দুইমাত্রা—ধি ऽ না ऽ	[২] প্রতিটি বর্ণ দুইমাত্রা— ধি না ऽ ऽ
[৩] প্রতিটি বর্ণ চারিমাত্রা—ধা ऽ ऽ ऽ	[৩] প্রতিটি বর্ণ চারিমাত্রা— ধা গে × ×
[৪] অর্ধমাত্রা— ধাগে তেটে	[৪] অর্ধমাত্রা— ধা গে তে টে ০ ০ ০ ০
[৫] সিকিমাত্রা— ধাধাতেটে	[৫] সিকিমাত্রা— ধা ধা তে টে
[৬] প্রতিটি বর্ণ অর্ধসিকিমাত্রা— ধেরেধেরেকেটেতাক	[৬] প্রতিটি বর্ণ অর্ধসিকি মাত্রা— ধে রে ধে রে কে টে তা ক
[৭] প্রতিটি বর্ণ $\frac{১}{৩}$ মাত্রা— ধাতেটে	[৭] প্রতিটি বর্ণ $\frac{১}{৩}$ মাত্রা— ধা তে টে

[৮] প্রতিটি বর্ণ ½ মাত্রা— ধাগেনাধাতেটে	[৮] প্রতিটি বর্ণ ½ মাত্রা— ধা গে না ধা তে টে
[৯] তাল বিভাগের চিহ্ন—"|"	[৯] তাল বিভাগের চিহ্ন নাই।
[১০] সম্ এর চিহ্ন—"×"	[১০] সম্ এর চিহ্ন—"১"
[১১] ফাঁক বা খালির চিহ্ন—"০"	[১১] ফাঁক বা খালির চিহ্ন—"+"
[১২] তালির চিহ্ন—২, ৩, ৪, ইত্যাদি	[১২] তালির স্থানে মাত্রা সংখ্যা।

॥ দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটী তাল পদ্ধতি ॥

কর্ণাটী সঙ্গীতে তালের সংখ্যা সীমিত। পূর্বে এই তালের সংখ্যা ছিল ১০৮। আধুনিককালে মোট তালের সংখ্যা হইল ৩৫টি। মুখ্য তাল সাতটি। যথা—**ধ্রুবতাল, মঠতাল, রূপকতাল, ঝম্পতাল, ত্রিপুটতাল, অঠতাল ও একতাল**। এই সাতটি তালের প্রত্যেকের আবার পাঁচটি করিয়া জাতি আছে। এইভাবে ৭×৫=৩৫টি তালের সৃষ্টি হইয়াছে। পাঁচটি জাতির নাম হইল—**চতস্রজাতি, তিস্রজাতি, মিশ্রজাতি, খণ্ডজাতি ও সঙ্কীর্ণজাতি**। এই জাতি কি প্রকার বুঝিতে হইলে প্রথমে তাল চিহ্ন সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। কর্ণাটী পদ্ধতিতে তাল লিখিবার জন্য ছয় প্রকার চিহ্ন ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ছয়টি চিহ্নের নাম ও মাত্রা সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল—

	নাম	চিহ্ন	মাত্রা
[১]	অনুদ্রুত বা বিরাম	◡	১ মাত্রা।
[২]	দ্রুত	0	২ মাত্রা।
[৩]	লঘু	|	৪ মাত্রা।
[৪]	গুরু	S	৮ মাত্রা।
[৫]	প্লুত	३	১২ মাত্রা।
[৬]	কাকপদ	+	১৬ মাত্রা।

উল্লিখিত ছয়টি চিহ্নের মধ্যে শেষ তিনটি চিহ্নের ব্যবহার আধুনিক কর্ণাটী পদ্ধতিতে নাই। যখন ১০৮টি তালের প্রয়োগ ছিল তখন উহাদের ব্যবহার হইত। ৩৫টি তালের ক্ষেত্রে কেবল অনুদ্রুত বা বিরাম, দ্রুত ও লঘু এই তিনটি চিহ্নের প্রচলন আছে, এই তিনটি চিহ্নের মধ্যে লঘুর চিহ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ

IND CamScanner App

জাতিভেদে লঘুর মাত্রা সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। যেমন--
চতস্র--জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়--৪। তিস্র--জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়--৩
মিশ্র--জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়--৭। খণ্ড--জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়--৫
সঙ্কীর্ণ--জাতিতে লঘুর মাত্রা সংখ্যা হয়--৯।

নিম্নলিখিত চিহ্ন দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাল চিহ্নিত করিয়াছেন--

	তালনাম	তালচিহ্ন	আঘাত	মোটমাত্রা
[১]	ধ্রুবতাল	I0II	৪	১৪ মাত্রা
[২]	মঠতাল	I0I	৩	১০ মাত্রা
[৩]	রূপকতাল	I0	২	৬ মাত্রা
[৪]	ঝম্পতাল	I ⌣ 0	৩	৭ মাত্রা
[৫]	ত্রিপুটতাল	I00	৩	৮ মাত্রা
[৬]	অটতাল	II00	৪	১২ মাত্রা
[৭]	একতাল	I	১	৪ মাত্রা

[সাতটি তালের ৩৫ প্রকার জাতির তালিকা]

তালনাম	জাতি	তালচিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
ধ্রুবতাল	তিস্র	I0iI	৩+২+৩+৩ = ১১
	চতস্র	I0II	৪+২+৪+৪ = ১৪
	মিশ্র	I0II	৭+২+৭+৭ = ২৩
	খণ্ড	I0II	৫+২+৫+৫ = ১৭
	সঙ্কীর্ণ	I0II	৯+২+৯+৯ = ২৯
মঠতাল	তিস্র	I0I	৩+২+৩ = ৮
	চতস্র	I0I	৪+২+৪ = ১০
	মিশ্র	I0I	৭+২+৭ = ১৬
	খণ্ড	I0I	৫+২+৫ = ১২
	সঙ্কীর্ণ	I0I	৯+২+৯ = ২০

IND CamScanner App

তালনাম	জাতি	তালচিহ্ন	মাত্রা সংখ্যা
রূপকতাল	তিস্র	I0	৩+২ = ৫
	চতস্র	I0	৪+২ = ৬
	মিশ্র	I0	৭+২ = ৯
	খণ্ড	I0	৫+২ = ৭
	সঙ্কীর্ণ	I0	৯+২ = ১১
ঝম্পতাল	তিস্র	I ⌣ 0	৩+১+২ = ৬
	চতস্র	I ⌣ 0	৪+১+২ = ৭
	মিশ্র	I ⌣ 0	৭+১+২ = ১০
	খণ্ড	I ⌣ 0	৫+১+২ = ৮
	সঙ্কীর্ণ	I ⌣ 0	৯+১+২ = ১২
ত্রিপুটতাল	তিস্র	I00	৩+২+২ = ৭
	চতস্র	I00	৪+২+২ = ৮
	মিশ্র	I00	৭+২+২ = ১১
	খণ্ড	I00	৫+২+২ = ৯
	সঙ্কীর্ণ	I00	৯+২+২ = ১৩
অষ্টতাল	তিস্র	II00	৩+৩+২+২ = ১০
	চতস্র	II00	৪+৪+২+২ = ১২
	মিশ্র	II00	৭+৭+২+২ = ১৮
	খণ্ড	II00	৫+৫+২+২ = ১৪
	সঙ্কীর্ণ	II00	৯+৯+২+২ = ২২
একতাল	তিস্র	I	৩
	চতস্র	I	৪
	মিশ্র	I	৭
	খণ্ড	I	৫
	সঙ্কীর্ণ	I	৯

IND CamScanner App

কণটী তালপদ্ধতির সাতটি তাল হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে চতস্র জাতিতে লিখিলে নিম্নরূপ হইবে।

ধ্রুবতাল–"I0II" তিনটি লঘু ও একটি দ্রুত মিলিয়া ৪টি বিভাগে ১৪ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	।	৫	৬	।	৭	৮	৯	১০	।	১১	১২	১৩	১৪	।
তালচিহ্ন	×					২			৩					৪				

মঠতাল–"I0I দুইটি লঘু ও একটি দ্রুত মিলিয়া ৩টি বিভাগে ১০ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	।	৫	৬	।	৭	৮	৯	১০	।
তালচিহ্ন	×					২			৩				

রূপকতাল–"I0" একটি লঘু ও একটি দ্রুত মিলিয়া ২টি বিভাগে ৬ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	।	৫	৬	।
তালচিহ্ন	×					২		

ঝম্পতাল–"I ⌣ 0" লঘু, বিরাম ও দ্রুত মিলিয়া ৩টি বিভাগে ৭টি মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	।	৫	।	৬	৭	।
তালচিহ্ন	×					২		৩		

ত্রিপুটতাল–"I00" একটি লঘু ও দুইটি দ্রুত মিলিয়া ৩টি বিভাগে ৮ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	।	৫	৬	।	৭	৮	।
তালচিহ্ন	×					২			৩		

অঠতাল–"II00" দুইটি লঘু ও দুইটি দ্রুত মিলিয়া ৪টি বিভাগে ১২ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮	।	৯	১০	।	১১	১২	।
তালচিহ্ন	×					২					৩			৪		

একতাল–"I" কেবল একটি লঘু ও একটি বিভাগে ৪ মাত্রা।

মাত্রা–	১	২	৩	৪	।
তালচিহ্ন	×				

* মনে রাখিতে হইবে কেবল লঘুর মাত্রা সংখ্যা বিভিন্ন জাতিতে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বিরাম ও দ্রুত এর ক্ষেত্রে মাত্রা সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না।

IND CamScanner App